অপুষ্টি জনিত রোগ বা লেজি লাগা রোগ: এই রোগ বছরের যে কোন সময় হয়।

লক্ষন

এই রোগের ফলে মাছের মাথা সারা শরীরের তুলনায় বড় হয়, দেহ রোগা ও লেজ সরু হয় এবং জলের উপরে ভেসে থাকে।

প্রতিকার

১. মাছকে খাবার দিতে হবে (চালের কুড়ো : খইল = ১ :১ অনুপাতে) ২-৫ % মাছের আনুমানিক মোট ওজন হিসাবে।
২. মাছের সংখ্যা কমাতে হবে।

জল ঘোলাটে বা শ্যওলা জাতীয় বস্তুর আধিক্যহেতু রোগ: প্রধাণতঃ পুকুরের জল কমে গেলে হয় বছরের যে কোন সময় হয়।

লক্ষন

এই রোগের ফলে মাছের শ্বাসকষ্ট হয়, মাছ উপরে মাটি খায়, ভেসে ওঠে।

প্রতিকার

১. জলের পরিমান বাড়াতে হবে।
২. বিঘাপ্রতি ৩০-৪০ কেজি চুন দিতে হবে। পুকুরের জলে বাঁশ দিয়ে ঘিরে কচুরিপানা, তেপাতি পানা ছাড়তে হবে।

. **চোখের রোগ:** পুকুরে মাছের চোখের রোগের প্রাদুর্ভাব সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে দেখা যায়

লক্ষন

এই রোগের ফলে চোখ স্ফীত ও ঘোলাটে হয়। মড়ক দেখা দেয়।

প্রতিকার

১. ৩০-৪০ কেজি চুন ও ৪০০ গ্রাম $KMnO_4$/ বিঘা জলাশয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
২. পরিপূরক খাদ্যের সাথে ঈষ্টের বড়ি (১ গ্রাম/কেজী খাবার) x ৭ দিন দিতে হবে।
৩. সিফাক্স ১ লিটার /হেক্টর জলাশয়ের হিসাবে ২ মাসে ৫-৬ বার প্রয়োগ করতে হবে।

.**কৃমিঘটিত রোগ:** কৃমিঘটিত রোগ সাধারণতঃ বর্ষার শেষে পুকুরের মাছের মধ্যে দেখা যায়।

লক্ষন

কৃমিঘটিত রোগের ফলে মাছের রং বিবর্ণ হয়ে আশ খসে পড়ে, লালা ক্ষরণ খুব বেশী হয়, শ্বাসকষ্ট হয়।

প্রতিকার

১. ১ লিটার জলে ৫ গ্রাম লবন মিশিয়ে আক্রান্ত মাছকে ৫-৬ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে x ২-৩ দিন অন্তর অন্তর।
২. ১০০ লিটার জলে ২৫ মিলি. ফরমালিন দ্রবণে মাছকে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

মৎস্য চাষ সমন্ধীয় যাবতীয় পরামর্শের জন্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের অফিসে (ফোন নং-০৩৫১৩-২৬৬৩৬৩) যোগাযোগ করুন।

অথ্য ও সম্পাদনা : শ্রী অদ্বৈত মন্ডল
মুদ্রণে :-- সমিত সাহা
মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রতুয়া,
মালদা কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

Trial version

মাছের রোগ ও তার প্রতিকার

মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
রতুয়া
মালদা - ৭৩২২০৫

মাছের উঁকুন (আরগুলাস): মাছের উঁকুনগুলি সাধারণতঃ মাছের আঁশের নীচে চামড়ায় সাথে আটকে থাকে এবং শীতকালে হয়।

লক্ষন

মাছের দেহে চাকা চাকা লাল রঙের দাগ দেখা যায়, রক্ত ঝরে, আঁশ আলগা হয়ে যায়, মাছ ছটপট করে এবং পুকুরের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায়

প্রতিকার

১. ৫-১০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট প্রতি লিটার জলে গুলে ১০-১৫ মিনিট আক্রান্ত মাছকে ডুবিয়ে রাখতে হয়।
২. প্রতি লিটার জলে ৩০ গ্রাম লবনের দ্রবণে ৩০ মিনিটের মত আক্রান্ত মাছকে ডুবিয়ে রাখতে হবে।
৩. ৩ ফুট জলযুক্ত ১ বিঘার পুকুরে ৭০০ গ্রাম গ্যামাক্সিন অথবা ১৭০ মিলিমিটার 'নুভান'(৭৬ শতাংশ) ছড়িয়ে দিতে হবে।

ফুলকা বা কানকো পচা রোগ: মাছের ফুলকা বা কানকো পচা রোগ সাধারণতঃ শীতকালে হয় ।

লক্ষন

মাছের ফুলকায় ঘা হয় এবং লাল রং ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হয়ে, সাদা হয়ে যায়। ফুলকা পচে যায় এবং মাছের মড়ক দেখা দেয়।

প্রতিকার

১. বিঘাপ্রতি ৪০০ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যঙ্গানেট জলে গুলো পুকুরে ছাড়িয়ে দিতে হবে এবং এর ৩-৪ দিন পর ১০-১৫ কেজি চুন দিতে হবে।
২. বিঘাপ্রতি জলে ৫০০ গ্রাম করে তুঁতে পরপর ৪-৫ দিন প্রয়োগ করতে হবে।

. **লেজ ও পাখনা পচা রোগ:** সাধারণতঃ বর্ষার শেষে চারাপোনাতে হয় ।

লক্ষন

লেজ ও পাখনায় সাদা সাদা দাগ দেখা যায় বা পরবর্তী কালে পাখনা ও লেজ খসে পড়ে।

প্রতিকার

১. বিঘাপ্রতি ৪০০ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যঙ্গানেট জলে গুলে পুকুরে ছাড়িয়ে দিতে হবে এবং এর ৩-৪ দিন পর ১০-১৫ কেজি চুন দিতে হবে।
২. বিঘাপ্রতি জলে ৫০০ গ্রাম করে তুঁতে পরপর ৪-৫ দিন প্রয়োগ করতে হবে।

উদরী বা শ্রোথ বা ড্রপসি বা পেটফোলা রোগ: এই রোগটি প্রধাণতঃ মাছের আধিক্য ও জল দুষনের ফলে হয় এবং যে কোন সময় হয় ।

লক্ষন

মাছের গায়ে জল জমে পেট ফুলে যায়, শরীরের ওপর চাপ দিলে মলদ্বার দিয়ে জল বের হয়। আঁশ আলগা হয়ে যায়।

প্রতিকার

১. বিঘা প্রতি জলাশয়ে ১ কেজি পটাশিয়াম পারম্যঙ্গানেট প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।
২. আক্রান্ত মাছকে পুকুর থেকে তুলে নষ্ট করে দিতে হবে। পরিপূরক খাবার বন্ধ করতে হবে।

মাছের কালো গুটি বা বসন্ত রোগ: এই রোগ প্রধাণতঃ বর্ষার শেষে এবং ঠান্ডা পড়ার মুখে হয়।

লক্ষন

রোগাক্রান্ত মাছের গায়ে, পাখনা ও ফুলকাতে আলপিনের মত গোলাকার কালচে বা সাদা রঙের গুটি দেখা যায়। মাছ জলের উপরে ভেসে উঠে।

প্রতিকার

১. পুকুরে মাছের সংখ্যা কমাতে হবে এবং খাবারের সাথে ইষ্টের বড়ি মিশিয়ে দিতে হবে।
২. রোগাক্রান্ত মাছকে ফরমালিন দ্রবনে (প্রতি ১০০ লিটার জলে ২০০ মিলি ফরমালিন) ১৫-২০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং সপ্তাহে ৩-৪ দিন করতে হবে।

. **মাছের ক্ষত রোগ বা এপিজোটিক আলসারেটিড সিনড্রোম:** মাছের ক্ষত রোগ সাধারণতঃ বর্ষার পরে হয়।

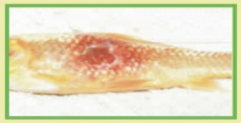

লক্ষন

মাছের গায়ে কোন ভাবে, কোন ক্ষত হলে সেগুলি বড় হতে থাকে ও গভীর হয় ও অনেক সময় ক্ষত থেকে পুঁজ বের হয়। শরীর দুর্বল হয়, আঁশ খসতে থাকে, মাছ খুব দ্রুত চলাফেরা করে ও উপরে ভাসতে থাকে।

প্রতিকার

১. বিঘা প্রতি ১৫ কেজি চুন ও ২.৫ কেজি হলুদ গুড়ো ভালো করে মিশিয়ে, একসাথে ছড়িয়ে দিতে হবে। ১৫ দিন পরে আরো একবার দিতে হবে।
২. বিঘাপ্রতি ৫০০ গ্রাম পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এর ৩-৪ দিন পর ১০-১৫ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

Trail Version